মুজিবনগরে মাদক ব্যাবসায়ির হামলায় যুবক আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরে চোরাই মোবাইল কেনাবেচা নিয়ে দ্বন্দ্বে যুবকের গলায় চাকু দিয়ে আঘাত করে হত্যার চেষ্টায় হুসাইন নামের এক যুবক আহত হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত নয়টার দিকে দারিয়াপুর গ্রামে এঘটনা ঘটে। আহত হুসাইন দারিয়াপুর গ্রামের আকবর আলীর ছেলে।

আহত হুসাইন জানান, গতকাল বুধবার রাতে বিধ্যারপুর গ্রামের মাদক ব্যাবসায়ি আললিনের ছেলে জুয়েল আমার ছোট ভাইয়ের কাছে একটা চোরাই মোবাইল বিক্রি করতে আসে। এসময় আমি আমার ছোট ভাই কে তার কাছ থেকে মোবাইল কিনতে নিষেধ করলে সে উত্তেজিত হয়ে আমার উপর হামলা করে। ঘটনাস্থলে জুয়েল তার কাছে থাকা চাকু বের করে আমার গলায় টান দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা আহত অবস্থায় আমাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতলে নিয়ে এসে চিকিৎসা প্রদান করে।

স্থানীয়রা জানান, জুয়েল একজন মাদক কারবারি সন্ত্রাস। তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর ও মজিবনগর থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।

দর্শনায় ২৩ বোতল মাদকসহ গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ২৩ বোতল কোডিন ফসফেট যুক্ত WINCERE নামীয় সিরাপ সহ মিলন উদ্দিন (৪১) ও আব্দুল মান্নান(৪০) কে আটক করে চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার সকাল ৭ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আটকৃত মিলন উদ্দিন দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়া গ্রামের মুজিবর রহমানের ছেলে ও মান্নান দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা জয়নগর সীমান্তবর্তী গ্রামের

চান্দু মাস্টারের এবং দর্শনা পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলরের ছেলে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকালে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার রুহুল কবীর খানের নির্দেশে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার দর্শনা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থানরত মিলনের চায়ের দোকান তল্লাশি করে ২৩ বোতল মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। ওই সময় দোকানের মালিক মিলন উদ্দিন ও আব্দুল মান্নান কে আটক করা হয়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ব্যাপারে থানায় একটি মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে বসতবাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার

মেহেরপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে।

পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মেহেরপুর সদর থানাধীন কাথুলি অটো স্ট্যান্ড সংলগ্ন কাশ্যবপাড়া ৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মো. সেলিমের ছেলে মো. হাবিবুর রহমানের (৩০) বসতঘরে তল্লাশি চালানো হয়।

তল্লাশিকালে শয়নকক্ষের ফ্রিজের কম্প্রেসারের উভয় পাশে লুকানো অবস্থায় Coding Phosphate & Triprolidine Hydrochloride syrup (ESKuf) লেবেলযুক্ত ২১ বোতল এবং Coding Phosphate & Chlorpheniramine Maleate syrup লেবেলযুক্ত আরও ৬ বোতল মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। প্রতি বোতল ১০০ মিলিলিটার হিসেবে মোট ২,৭০০ মিলিলিটার নিষিদ্ধ মাদক জব্দ করা হয়েছে।

অভিযান চলাকালে অভিযুক্ত হাবিবুর রহমানকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। এ

ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

দামুড়হুদায় মাদকবিরোধী অভিযানে ৪ জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় মাদকবিরোধী অভিযানে ৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের জয়রামপুর মালিতাপাড়া এলাকায় এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকাবাসী প্রথমে মাদকদ্রব্যসহ ৪ জনকে আটক করে। পরে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় মাদক সেবন ও সংশ্লিষ্ট অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় “মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮” অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড প্রদান করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে জয়রামপুর গ্রামের মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে রবিউল ইসলামকে ২ বছরের কারাদণ্ড, দামুড়হুদা দশমী পাড়ার আমিন উদ্দীনের ছেলে কালাম হোসেনকে ১ বছর, দোস্ত গ্রামের রজব আলীর ছেলে রানা মিয়াকে ৬ মাস এবং কুমারীদহ গ্রামের মোমিন উদ্দিনের ছেলে মাহফুজ উদ্দিনকে ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম। এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং মাদকসংক্রান্ত কোনো অপরাধ সহ্য করা

হবে না।

মেহেরপুরে অস্ত্র ও মাদকসহ আটক-২, পলাতক-১

মেহেরপুর সদর উপজেলার ফুলবাগান পাড়ায় অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র, ইয়াবা, গাঁজা ও বিদেশি মদসহ দুই যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ। এ ঘটনায় আরও একজনকে পলাতক আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর পৌরসভার ফুলবাগান পাড়ায় পলাতক আসামি শুভর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেনঃ পৌর শহরের কলেজপাড়া এলাকার মাহাবুল ইসলামের ছেলে সাব্বির হোসেন (২৩) এবং ফুলবাগান পাড়ার মৃত বিপুল হোসেনের ছেলে সৈকত আলী (২৩)। এ ঘটনায় একই এলাকার শুভ (২৮) পলাতক রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় একটি সেমি-পাকা টিনশেড বাড়িতে থেকে ৩৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১৪০ গ্রাম গাঁজা, একটি বিদেশি মদের বোতল এবং তিনটি কুড়াল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ করা হয়েছে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন, মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী। এ সময় তার সঙ্গে এসআই সঞ্জয় মন্ডল, এসআই কাজল রঞ্জন ঘোষ, এসআই আবু বক্কর সিদ্দিকসহ সঙ্গীয় ফোর্স উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ আরও জানায়, আটক সাব্বির হোসেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পূর্বের একটি মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি। একই মামলায় পলাতক আসামি শুভও অভিযুক্ত।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “এ ঘটনায় আটক ও পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন,

২০১৮-এর বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক দুই আসামিকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”

কুষ্টিয়ায় চোরাকারবারিসহ ভারতীয় মাদক ও পণ্য উদ্ধার

কুষ্টিয়ার সীমান্ত এলাকায় পৃথক তিনটি অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মাদক ও চোরাচালান পণ্য উদ্ধার এবং দুই চোরাকারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

শুক্রবার দুপুরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন-৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধীন জামালপুরের কান্দিরপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় বিজিবির একটি টিম। এ সময় মো. মিঠুন মন্ডল (৩৫) এবং শহীদ হোসেন (২৫) নামে দুইজনকে আটক করা হয়।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ২০ বোতল মদ, ৪০০ পিস সিপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট এবং ১০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ৫৩ হাজার টাকা।

অন্যদিকে রাত একটার দিকে চিলমারী সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ কেজি ভারতীয় কারেন্ট জাল এবং ৪ লিটার অকটেন তেল উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ২০ হাজার ৫২০ টাকা।

এছাড়া গতকাল শুক্রবার ভোরে পূর্ব বিলগাথুয়া মাঠে অভিযান চালিয়ে ৭০ বোতল ফেয়ারডিল সিরাপ এবং ৩৬০ পিস সিপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ৩৬ হাজার টাকা।

বিজিবি জানিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে তাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে যাত্রীবাহী ট্রেনে মিলল প্রায় সোয়া ৬ কোটি টাকার মাদক

কুষ্টিয়ায় মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেনে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৬ কোটি ২৪ লাখ টাকার ভারতীয় মাদক এলএসডি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গত মঙ্গলবার দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সোমবার রাত সাড়ে ৮টার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন সদরের একটি বিশেষ টহল দল মিরপুর রেলস্টেশন এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী ‘মধুমতি এক্সপ্রেস’ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১২ বোতল ভারতীয় মাদক এলএসডি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত এলএসডির আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা।

এছাড়া মঙ্গলবার ভোরে সীমান্তবর্তী মুন্সিগঞ্জ মাঠ ও প্রাগপুর নদীর ঘাট এলাকা অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট, ফেয়ারডিল সিরাপ এবং পাতার বিড়ি উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২ লাখ ৮০ হাজার ৫৮৫ টাকা।

বিজিবি জানায়, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ মাদক, বিস্ফোরক দ্রব্যসহ সব প্রকার চোরাচালান ও অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ভবিষ্যতেও সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের অপরাধ দমনে বিজিবির কঠোর ও কার্যকর অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়ায় বিজিবির অভিযানে ২৯ লাখ টাকার পণ্য উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী ধারাবাহিক অভিযানে প্রায় ২৯ লাখ টাকার চোরাচালানি পণ্য উদ্ধার করেছে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)।

সোমবার (১৬ মার্চ) ও মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ বিভিন্ন বিওপির টহলদল সীমান্তবর্তী এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব মালিকবিহীন ভারতীয় পণ্য জব্দ করে।

মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেন ৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি।

বিজিবি বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলার কাথুলী, শুভরাজপুর, চিলমারী, রংমহল, রামকৃষ্ণপুর, আশ্রয়ণ ও মথুরাপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫ হাজার ২২০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট, ৪ হাজার ২৫০ পিস সিপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট, ২৩ বোতল মদ এবং ২১৪ প্যাকেট পাতার বিড়ি উদ্ধার করা হয়। এসব পণ্যের আনুমানিক মূল্য ২৮ লাখ ৮৭ হাজার ২৭০ টাকা।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) আরও জানায়, সীমান্ত এলাকায় মাদক, চোরাচালান ও অন্যান্য অপরাধ দমনে তারা সবসময় কঠোর অবস্থানে রয়েছে। দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে

মাদকসহ একজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত রবিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে অভিযান চালিয়ে তুষার হোসেন (৩২) নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. জাহাঙ্গীর হোসেন মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ক্যাম্প এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধারে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান চলাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন জেহালা পুকুরপাড় এলাকায় মো. শহিদুল ইসলামের ফার্নিচার দোকানের সামনে কাঁচা রাস্তা থেকে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় হাফিজুর রহমানের ছেলে মো. তুষার হোসেনকে মাদকসহ গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া গ্রামের বাসিন্দা তুষার হোসেন এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। তার কাছ থেকে ২৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) ধারার সারণির ২৯(ক) অনুযায়ী মামলা রুজু করে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৩০ (ত্রিশ) পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) প্রদীপ বিশ্বাস ঘোলদাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টায় অভিযান চালিয়ে বেলগাছি গ্রামের চাঁদ আলির ছেলে মো. জুয়েল রানাকে (৩০) তার

বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে ৩০ (ত্রিশ) পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামি জুয়েল রানার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।